দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে বিরাজ করছে বিভিন্ন সমস্যা

মদদুল কবীর।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের মত গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে বিরাজ করছে নানাবিধ সমস্যা। প্রয়োজনীয় জনবল আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ বহু সমস্যায় গবেষণা কেন্দ্রটি জর্জরিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। '৮৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমীক কাউন্সিলে গবেষণা কেন্দ্রটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর '৮৭ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করে। পরের বছর বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ জামাল নজরুল ইসলামকে পরিচালক নিযুক্ত করে গবেষণা কেন্দ্রটির কার্যক্রম শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দক্ষিণে ১০ হাজার ৮০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে গবেষণা কেন্দ্রের ভবনটি নির্মিত হয়। তৎকালীন ভিসি আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন গবেষণা কেন্দ্রের ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর একযুগেরও অধিক সময় পেরিয়ে গেছে। এ সময়ে কেন্দ্রটি ২৭টি আন্তর্জাতিক সেমিনার, ১০টি ওয়ার্কশপ এবং কয়েকটি স্পেশাল সেমিনার করেছে। গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে বেশ কয়েকজন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১২ জন পিএইচডি এবং ১৭ জন এমফিল ডিগ্রী অর্জন করেছে এ কেন্দ্র থেকে। বর্তমানে পিএইচডি পর্যায়ে ১৫ জন এবং ১৭ জন এমফিলে গবেষণায় নিয়োজিত আছেন। গবেষণা কেন্দ্রটি বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে দীর্ঘদিন ধরে। সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানে আরো ২ জন প্রফেসর এবং ২ জন সহযোগী প্রফেসর প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটিতে ইমেইল ইন্টারনেট কিংবা ফ্যাক্স সুবিধা নেই। সরাসরি ফোন সংযোগও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএবিএক্স নম্বরে একটি এক্সটেনশনে নম্বর দিয়ে চলছে। একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন রয়েছে যা প্রায়ই অকেজো হয়ে পড়ে। গবেষণা কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করতে হলে নানান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ স্লাইড প্রজেক্টর দরকার। কেন্দ্রে একটি বড় সাইজের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভাব এখনও পূরণ হয়নি। ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই গবেষণা কাজে বেশী সময় দিতে চায় না। এ ক্ষেত্রে বৃত্তি চালু করলে গবেষণা আরো এগুতো বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান কেন্দ্রের সেমিনার ও ওয়ার্কশপগুলোতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। পাকিস্তানের বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম, প্রফেসর জিম মিরলেস ও প্রফেসর অমর্ত্য সেন, প্রফেসর আব্দুস সালামের স্ত্রী প্রফেসর লুইস জনসন সালাম, ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী প্রফেসর প্যানরোজ, জাপানের বিজ্ঞানী প্রফেসর আরাকী, ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রফেসর নারলিকার, ক্যামব্রিজের বিজ্ঞানী প্রফেসর জন টেইলর এখানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আসেন।

নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকায় গবেষণা কেন্দ্রকে বিভিন্ন গবেষণা কাজে বেগ পেতে হচ্ছে। তারপরও কাজ হচ্ছে কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে।